প্রত্যাবর্তনে হঠাৎ দেখা

- সুপর্ণা ভট্টাচার্য

সমাজবিধির পথ গেলো খুলে,
পর-পর সমস্ত তাসের দেশ
এক নিমিষে চোখের আড়ালে মেঘ জমালো,
বৃষ্টি হবার মন্ত্র বহুকাল হলো তারা ভুলেছে অমিত।

ট্রেন ইঞ্জিনের কালভেদি শব্দ
অনেক অভিমান-রাগ-অভিনয়কে চাপা দিয়ে
যে লৌকিকতার প্রসন্নতা-তাতে তুমি চিরকালই পটু;

কালো রেশম ঢাকা লাল'ক্ষত হৃদয় সেদিন অন্তরালে ছিল,
দালিম রঙের সেই শাড়ির সাথে আমার আলমিরায় বহু চেনা ভালোবাসা আগের মতোই
অমলিন রয়ে গেছে
এই দিগন্ত সরষেখেতের মতোই তারা চিরসুশোভন।

জানতে চেয়েছো আমার কথা-সংসার ইত্যাদি ইত্যাদি
এই আলাপের সুরে বিগত দিনের বহু চেনা বিবাদী সুর মিশে গেলো এই রেল গাড়ির
কামড়ায়।

হাতের অস্থিরতা'র চেনা বাচনভঙ্গি তোমার জানা মিতা,
তবু কেন এতো কথা !
এর চেয়ে ঢের ভালো চুপ করে থাকা;
অনুভব করো নিঃশব্দের প্রতিটি কোলাহল
যে কোলাহল জমাট বেঁধে রেখেছে অনেক প্রশ্নকে;

বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই তাই শুধলোম,

"আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি।"
চুপ রইলে;

ঠিক আগের মতোই গুছিয়ে কথা রাখার সে তোমার চিরকালের অভ্যেস,

“রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে -”

উত্তম সখা ! এবারও তোমার কথার জয় হলো,
কিন্তু বলতে ভুলে গেলে
তারা’রাও খসে
এক তারা’র মৃত্যু হয়ে জন্ম হয় কত শত।

স্টেশন আসলো
আমায় নামতে হলো,
তোমার ট্রেন আবার ছাড়লো
নতুন কোনো গন্তব্যের দিকে,
ঠিক আগের বারের মতো এবারও যেতে দেখলাম;

ট্রেনের শেষ যে অংশ আকাশের ওই দিগন্তে মিশে গেলো,
ওই কোণে একটি ধ্রুবতারা-

দিনের আলোর গভীরে রাতের সকল তারা লুকিয়ে যায়,
শুধু এক ধ্রুবতারাই ঊষার প্রকাশে আরও স্পষ্ট হয়,
তার শুরু নেই
তার শেষ নেই
ঠিক যেন অমিত-লাবণ্য।

*****